তারিখ 29 DEC 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

নাঙ্গলকোট কারিগরি কলেজের সাফল্য

নাঙ্গলকোট (কুমিল্লা) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা : এবারকার এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে যে ক'টি কলেজ সাফল্যের শীর্ষে উঠেছে, নাঙ্গলকোট কারিগরি কলেজ তাদের একটি। টানা ৪র্থ বার শতভাগ সফলতার বিরল গৌরব অর্জনকারী এ কলেজের সাফল্যের পেছনের গল্পটা কি? এ প্রশ্নের জবাবে অধ্যক্ষ সায়েম মাহবুব জানান, গল্পটা খুবই সাধারণ ও সাদামাটা। এখানে শিক্ষার একটি পরিবেশ তৈরীর চেষ্টা চলছে মাত্র। শিক্ষকদের ঠিকমত পড়াতে হয়। আর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পড়তে হয়।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের দেয়া ক্যালেন্ডার অনুসরণের পাশাপাশি আমাদের একাডেমিক ক্যালেন্ডার সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়। ক্লাস নেয়া, সিলেবাস শেষ করা, পরীক্ষা নেয়া, সবকিছুই করা হয় সময়মতো ও সঠিকভাবে।

তিনি আরো জানান, শিক্ষকরা ঠিক মতো ক্লাস নিচ্ছেন কিনা-তা মনিটর করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস ফাঁকি দেয়ার কোন সুযোগ নেই। কোন কারণে একজন টুডেন্ট সপ্তাহিক পরীক্ষায় উপস্থিত থাকতে না পারলে পরবর্তী উপস্থিতি দিবসেই তাকে সে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। নিয়মিত ক্লাস টেস্টের কারণেই মূলতঃ ফেলের হার শূন্যের কোটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যের পেছনে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের কথা জানালেন অধ্যক্ষ সায়েম মাহবুব। তিনি বলেন, গ্রামের কলেজ, অনেক সমস্যা। তাছাড়া তদ্বিরতো আছেই। এর মধ্যেও ছাত্র-ছাত্রীদের কঠোর নিয়মের আওতায় এনে অসংখ্যবার পরীক্ষার সম্মুখীন করে একই প্রশ্নের উত্তর বার বার লেখা ও ক্লাসে আলোচনার মাধ্যমে তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষার উপযোগী করে তোলা হয়।

বিশেষ করে ফরম পূরণের পর এ কলেজের শিক্ষক, ছাত্রী-ছাত্রীরা কোন প্রকার ছুটি ভোগ করেন না। বিশেষ দিবসেও কলেজ খোলা থাকে। ঐ দিবস সম্পর্কে আলোচনা হয় ব্যাপকভাবে যেন গতানুগতিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ বিশেষ দিবসের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা পায়। ক্লাসে শিক্ষক শিক্ষিকাগণ অনেকটা নিশ্চিত হন তাদের ছাত্র-ছাত্রীরা মূল পরীক্ষায় কতটুকু সফল হবে। শিক্ষকদের এ বিশ্বাস জন্মানোর পরই মূলতঃ ঐ ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে।

অপরদিকে অত্র কলেজে একটি ব্যতিক্রমী ধারা প্রবর্তন করেছেন অধ্যক্ষ সাহেব। তা হচ্ছে প্রতি বৃহস্পতিবার সকল ছাত্র-ছাত্রীকে সম্মুখীন হতে হয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সামনে। নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর খোলামেলা আলোচনায় তাদের অংশ নিতে হয়। গত সপ্তাহে শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে কথা হয় সে ক্লাসে নতুন আগন্তুক অর্থাৎ অতিথি শিক্ষক হিসেবে, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন দিক-নির্দেশনা লাভ করে।

কলেজের এত বড় সাফল্যেও অধ্যক্ষ সাহেব তার একক কোন কৃতিত্ব আছে বলে মনে করেন না। তিনি বলেন, এ কৃতিত্ব তার কলেজের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার। তাদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার, কঠোর পরিশ্রমের। সাফল্যে ভরা সম্ভাবনাময়ী এ কলেজের কৃতিত্বের কথা বলতে বলতে অশ্রুসজল নয়নে অধ্যক্ষ সায়েম মাহবুব কলেজের নানান সমস্যার কথা তুলে ধরেন। কলেজটি ১৯৯৯ইং সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে কঠোর শ্রম আর

আধ্যবসায়ের মাধ্যমে এটি আজ মহীরূপ ধারণ করতে চলেছে। কিন্তু অবকাঠামোগত অবস্থা একেবারে নড়বড়ে। টিনশেড ঘরে গরমে ক্লাসে বসা দায়। বর্ষায় পানি চোকে। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। সামনের পুকুরটি ভরাট করতে না পারায় ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধুলা করতে পারছে না। পুরো ক্লাস রুমের ফ্লোর ঢাকা না থাকায় টেবিলগুলো ঠিকভাবে বসে না, একটি বাথরুমের অভাবে লজ্জাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে অহরহ। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভাল ফলাফল অর্জন করায় অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন, কিন্তু ভাল ফলাফলধারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ঘোষণা দিলেও উক্ত কলেজটি আজো উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। নাঙ্গলকোট কারিগরি কলেজের সাফল্যের কৃতিত্ব ছাত্র-ছাত্রীরা দিলেন তাদের প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। মেধাবী ছাত্রী কামরুন নাহার স্মৃতি জানান, শিক্ষকদের নিরলস চেষ্টা বিশেষ করে সকলের প্রিয় ম্যাডাম-এর পরিশ্রম ছাড়া আমরা এ সাফল্য অর্জন করতে পারতাম না।

মেধাবী ছাত্র সোহেল, সফি, রাসেল, শিপন এর স্বপ্ন : নাঙ্গলকোট কারিগরি কলেজ থেকে এবারকার এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ পাওয়া ছাত্র সোহেল ভবিষ্যতে ফিনান্সিয়াল এক্সিকিউটিভ হতে চান। একই বিভাগ হতে এ পাওয়া ছাত্রী জোহরা খাতুন শিপন ভবিষ্যতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আগ্রহী। এ ফলাফলে তাদের শিক্ষিকা সাহানা ফেরদৌসের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে তারা জানান।

ব্যবস্থাপনা বিষয়ের শিক্ষক আবুল কাসেম জানান, সরকার ভাল ফলাফল অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু এ কলেজের বার বার সাফল্যেও সরকারের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখছি না। অর্থাভাবে সম্ভাবনাময়ী কলেজটি দ্বআঙ্গিকে দাঁড়াবার সুযোগ পাচ্ছে না। উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তকরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য স্থানীয় অভিভাবক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীগণ বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন।